রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৯—১৩২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৭—২৩১
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৩—২৫৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৭—১০
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ পৌষ, ১৪৩১/০৫ জানুয়ারি, ২০২৫

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০৫.২৪-০১—যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল খায়ের, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৫/২০২৪ চলমান রয়েছে; এবং

২। যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ (১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করেন;

৩। সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ (১) অনুযায়ী জনাব মোঃ আবুল খায়ের, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর- কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোখলেছুর রহমান, এনডিসি
সচিব (রুটিন দায়িত্বে)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৯ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৯.০০.০০০০.০০৭.০৬.০০২.২৪.১৮১—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর-এর "পরিচালনা বোর্ড" নিম্নরূপে পুনর্গঠন করা হলো:

	সভাপতি
(ক)	সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
	সদস্যবৃন্দ
(খ)	জনাব মো: নাজমুল হুদা সিদ্দিকী এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(গ)	যুগ্মসচিব, বিধি-২/বিধি-১ অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(ঘ)	যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
(ঙ)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান
(চ)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
(ছ)	অধ্যাপক ড. মো: আমিনুল ইসলাম তালুকদার, পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(জ)	অধ্যাপক ড. রাকিব আহসান, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
(ঝ)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
(ঞ)	(i) ড. আলেয়া বেগম, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	(ii) ড. আবু সাঈদ মো: মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা
	(iii) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, পিএইচডি, অধ্যাপক, কৃষি প্রকৌশল বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
	সদস্য-সচিব
(ট)	মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

২। "জাতীয় ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০" এর ৫ (১) উপধারা এ বর্ণিত বিধান অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিচালনা বোর্ড পুর্নগঠন করা হলো।

৩। পরিচালনা বোর্ডের সদস্যগণ "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০" এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

৪। সদস্যগণ তাদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দেবাশিস কুমার দাস
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(সমন্বয়-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ পৌষ, ১৪৩১ ব:/১২ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০৬.১৭.২০১০(খন্ড-২)-০১— গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে গত ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির (ক) খন্ডের (৩) অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্ত সম্মানিত সদস্যদের সমন্বয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

(১) জনাব মো: তৌহিদ হোসেন, মাননীয় উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি-(জনাব জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)

(৩) চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স-(জনাব সুদত্ত চাকমা, সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায়)

০২। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(ক) এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;

(খ) এই চুক্তির আওতায় অস্ত্র সমর্পণসহ ক্ষমা প্রদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নিষ্পন্ন করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন;

(গ) এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ অধঃস্তন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনীয় পরমর্শ/ নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) এই চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

(চ) অভ্যন্তরীণ উদ্ধাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান।

০৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

০৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা প্রতিপালন করবে এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৫। চুক্তির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনবোধে বাস্তবায়ন কমিটি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে।

০৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানসহ এ সংক্রান্ত সকল ব্যয় বহন করবে।

০৭। এই কমিটি অবিলম্বে কার্যক্রম শুরু করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০৬.০০৮.২১—তিন পার্বত্য জেলার হতদরিদ্র অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রামবাসীদের মধ্যে সরকার প্রদত্ত খাদ্যশস্য সুষ্ঠু ও সুষমভাবে বিতরণ ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিলেন:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন:**

(ক) এই নীতিমালা 'তিন পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রামবাসীদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা ২০২৪' নামে অভিহিত হইবে;

(খ) ইহা শুধুমাত্র তিন পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে; এবং

(গ) ইহা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক) 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে বুঝাইবে;

(খ) 'কমিটি' বলিতে গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটিকে বুঝাইবে;

(গ) 'গুচ্ছগ্রাম' বলিতে এই নীতিমালার অধীন কোন গুচ্ছগ্রামকে বুঝাইবে;

(ঘ) 'জেলা প্রশাসক' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে বুঝাইবে;

(ঙ) 'জেলা/উপজেলা প্রশাসন' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে বুঝাইবে;

(চ) 'নিয়ন্ত্রণকারী/তদারকারীকর্তৃপক্ষ' বলিতে ভিডিপি সদস্যগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোন কমাণ্ডার এবং ইমাম/ পুরোহিত/শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মসজিদ/মন্দির/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে বুঝাইবে;

(ছ) 'পরিবার' বলিতে-

(১) স্বামী-স্ত্রী, নির্ভরশীল পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি; অথবা,

(২) কার্ডধারীর মৃত্যুতে, স্বামী বা স্ত্রী, আমৃত্যু বা পুনঃবিবাহের পূর্ব পর্যন্ত, যাহা আগে ঘটিবে; অথবা, প্রতিবন্ধী সন্তান বা সন্তানাদি, তাহার বা তাহাদের মৃত্যু পর্যন্ত এবং পুত্র বা পুত্রগণ, ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বয়সপর্যন্ত; অথবা, অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা কন্যা; অথবা,

(৩) অতিশয় বয়োঃবৃদ্ধ/বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে বুঝাইবে;

(জ) 'পার্বত্য জেলা' বলিতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাকে বুঝাইবে;

(ঝ) 'যথাযথ কর্তৃপক্ষ' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে বুঝাইবে;

(ঞ) 'রেশনকার্ড' বলিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই নীতিমালায় বর্ণিত খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যে ইস্যুকৃত কোনো রেশনকার্ড বুঝাইবে; এবং

(ট) 'সরকার' বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

৩। **রেশনকার্ড ইস্যু ও বিতরণঃ**

(ক) জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেশনকার্ড ইস্যু করিবেন।

(খ) রেশনকার্ডে বারকোড থাকিতে হইবে এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ইউএনও কার্ডধারী ও তাহার পরিবারের সদস্যদের ফটো তোলার ব্যবস্থা করিবেন এবং উহার একটি সফট কপি তাহার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন। ইহা ছাড়াও তিনি কার্ড প্রিন্ট করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) উক্ত ছবি ও কার্ড তৈরির খরচ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বহন করা হইবে।

(ঙ) সার্ভিস রেশনকার্ড সহ একটি পরিবারের সর্বোচ্চ ২টি কার্ড থাকিতে পারিবে।

(চ) পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে অথবা পিতার অবর্তমানে মাতার অন্যত্র বিবাহ হইলে অথবা পিতা বা মাতা সন্তানদের পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিরা সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিলে, পিতা/মাতার নামে ইস্যুকৃত রেশনকার্ডটি রেশন বিতরণ কমিটির সুপারিশক্রমে উপজেলা প্রশাসন তাহাদেরকে প্রদান করিতে পারিবেন।

(ছ) গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী কোনো পরিবার এক জেলা হইতে অন্য জেলায় স্থানান্তরিত হইলেপূর্ববর্তী জেলার জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে স্থানান্তরিত জেলা হইতে রেশনকার্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(জ) কোন পরিবারের রেশনকার্ড বাতিল হইলে উপজেলা কমিটি ঐ গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারীদের মধ্য হইতে রেশনকার্ড পাইবার যোগ্য এমন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটি প্রাপ্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করিয়া বাতিলকৃত কার্ডের বিপরীতে নতুন পরিবার নির্বাচনপূর্বক কার্ড প্রদানের অনুমোদন দিবেন।

(ঝ) যেই পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য ভিডিপি সদস্য হিসাবে সেনাবাহিনীর সাথে নিরাপত্তার কাজে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকিবে সেই পরিবারকে অতিরিক্ত একটি সার্ভিস রেশনকার্ড দেওয়া হইবে। সার্ভিস রেশনকার্ডের সংখ্যা দায়িত্ব পালনকারী ভিডিপি সদস্যের সংখ্যার অতিরিক্ত হইবে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উহা নিশ্চিত করিবেন।

(ঞ) যেই পরিবারের কোনো সদস্য নিজ গুচ্ছগ্রামে অবস্থিত স্কুল/মাদ্রাসা/মক্তব/মন্দিরভিত্তিকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে কাজ করিবেন সেই পরিবারকে অতিরিক্ত একটি সার্ভিস রেশনকার্ড দেওয়া হইবে। একটি গুচ্ছগ্রামে এই শ্রেণির (স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব এবং মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) চারটির বেশি কার্ড থাকিবে না।

(ট) নিজ নিজ গুচ্ছগ্রামে অবস্থিত জামে মসজিদ/মন্দিরে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ইমাম/পুরোহিতকে অতিরিক্ত একটি সার্ভিস রেশনকার্ড দেওয়া হইবে। একটি গুচ্ছগ্রামে এই শ্রেণির (ইমাম ও পুরোহিত) দুইটির বেশি কার্ড থাকিবে না।

(ঠ) গুচ্ছগ্রাম রেশন কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব ও সদস্যগণ একটি করিয়া সার্ভিস রেশনকার্ড পাইবেন। উল্লেখ্য, কমিটির সদস্য-সচিব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন। উক্ত দায়িত্ব পালনকালে মাস্টাররোল তৈরি বা অন্য কোন কাজের জন্য কাগজপত্র, স্টেশনারি ইত্যাদি ক্রয় বাবদ কোন অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্ডধারীদের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

(ড) কোনো সার্ভিস কার্ডধারীর রেশনকার্ড বাতিল হইলে উহা যথাশীঘ্র স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(ঢ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো পরিবারকে রেশনকার্ড দেওয়া যাইবে না, যদি—

(১) ঐ পরিবারের কোনো সদস্য সর্বসাকুল্যে মাসিক ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অথবা তদুর্ধ্ব বেতনের কোন চাকুরিতে (নিয়মিত/মাস্টাররোল/ নির্ধারিত বেতনভুক্ত) নিয়োজিত থাকেন; অথবা

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (ঠ)(১) অনুসারে কোনো সদস্য চাকরিতে নিয়োজিত না থাকেন, তবে মাসিক পারিবারিক আয় ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা অথবা তদুর্ধ্ব হয়; অথবা

(৩) ঐ পরিবার বা পরিবারের কোনো সদস্য গুচ্ছগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসহযোগিতা করেন।

(ণ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে রেশনকার্ড বাতিল হইয়া যাইবে:

(১) বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদেরকে (৬-১০ বছর বয়সী) বিদ্যালয়ে পাঠানো না হইলে;

(২) কোনো কার্ডধারী উপ-অনুচ্ছেদ ৩(ঢ)(১) বা ৩(ঢ) (২) অনুসারে যথাক্রমে চাকরিতে নিয়োজিত হইলে বা পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করিলে;

(৩) কোনো কার্ডধারী শিক্ষক শিক্ষকতায় ইস্তফা দিলে অথবা স্কুল/মাদ্রাসা/মক্তব/মন্দিরভিত্তিক পাঠাগার বন্ধ হইয়া গেলে অথবা ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার অধিক মাসিক সম্মানী গ্রহণ করিলে;

(৪) অনুচ্ছেদ ৩(ছ)-এ বর্ণিত কোনো ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে;

(৫) কোনো পরিবার কোনো কারণে গুচ্ছগ্রাম ত্যাগ করিলে অথবা বৎসরে একটানা ৯০(নব্বই) দিন গুচ্ছগ্রামে অনুপস্থিত থাকিলে;

(৬) রেশন বিতরণের দিন কোনো কার্ডধারী অথবা তাহার মনোনীত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ উত্তরাধিকারী অনুপস্থিত থাকিলে এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট রেশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন না করিলে; এবং

(৭) কোনো কার্ডধারী অথবা তাহার মনোনীত/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ উত্তরাধিকারীর পরিবর্তে অন্য কেহ খাদ্যশস্য গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে প্রমাণিত হইলে।

৪। **খাদ্যশস্য বিতরণ সংক্রান্তঃ**

(ক) তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত অ-উপজাতীয় কোনো পরিবারকে রেশনকার্ডের মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত খাদ্যশস্য প্রদান করা হইবে।

(খ) খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামে একটি, উপজেলায় একটি এবং জেলায় একটি অর্থাৎ মোট তিনটি কমিটি থাকিবে। তবে কোনো গুচ্ছগ্রামে ৭৫০টির বেশী পরিবার থাকিলে সেই গ্রামের জন্য দুইটি করিয়া কমিটি গঠন করিতে হইবে। প্রতিটি কমিটি যথাসম্ভব সমান সংখ্যক কার্ডধারীর মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণের দায়িত্ব পালন করিবে।

(খ) প্রতিমাসে প্রত্যেক পরিবার সমহারে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেশন পাইবে।

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করিবেন। উক্ত ট্যাগ অফিসার রেশন বিতরণের সময় উপস্থিত থাকিয়া বিতরণ রেজিস্টারে নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নামসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(ঘ) আদালতে মামলাজনিত অথবা অন্য কোনো কারণে রেশন বিতরণ কমিটির অনুকূলে খাদ্যশস্যের ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) ইস্যু করা সম্ভব না হইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার অথবা সরাসরি কার্ডধারীর অনুকূলে খাদ্যশস্য প্রদানের ডিও প্রদান করিতে পারিবেন।

(ঙ) কার্ডবিহীন কোনো পরিবারকে খাদ্যশস্য দেওয়া যাইবে না।

(ঘ) কোনো পরিবার একটানা ৩০ (ত্রিশ) দিন গুচ্ছগ্রামে অনুপস্থিত থাকিলে ঐ পরিবারকে ঐ সময়ের জন্য রেশন প্রদান করা যাইবে না।

(ঙ) খাদ্যশস্য আনয়ন ও বিতরণের প্রকৃত খরচ কার্ডধারীগণকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে উপজেলা কমিটি বাস্তবতার নিরিখে পরিবহন ও বিতরণ ব্যয় নির্ধারণপূর্বক জেলা প্রশাসকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন। অনুমোদিত অর্থ প্রত্যেক কার্ডধারী পরিবারের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

(চ) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সংস্থার উন্নয়ন বা অন্য কোনো কাজের জন্য কার্ডধারীদের নিকট হইতে কোন খাদ্যশস্য কর্তন করা যাইবে না। কর্তন করিলে উহা আত্মসাৎ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে আত্মসাতের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(ছ) সার্ভিস কার্ডধারীগণকে রেশন গ্রহণের সময় পূর্ববর্তী মাসে নিয়মিত ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন মর্মে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী/তদারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিয়া রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতির নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে; অন্যথায় তাহাদেরকে রেশন প্রদান করা যাইবে না।

(ঝ) অনুচ্ছেদ ৩(ট)-তে বর্ণিত বিধান ভঙ্গ করিয়া রেশন বিতরণ করা হইলে বিতরণকৃত রেশনের মূল্য (সরকারি দরে) রেশন বিতরণ কমিটির নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

(জ) রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি ৩(ট)- তে বর্ণিত প্রত্যয়নপত্রসমূহ মাস শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট জমা প্রদান করিবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার উহা যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। **রেশন বিতরণ কমিটির গঠন ও নিয়োগঃ**

(ক) গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপ:

১. সভাপতি : ০১ (এক) জন;

২. সদস্য : ০৩ (তিন) জন; এবং

৩. সদস্য-সচিব : ০১ (এক) জন।

(খ) অনুচ্ছেদ (৫)(ক)-এ বর্ণিত বিতরণ কমিটির সদস্যগণের নিয়োগের শর্তসমূহ হইবে নিম্নরূপ:

(১) সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্ডধারীদের মধ্য হইতে কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন;

(২) কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব এবং সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রাম এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে;

(৩) উক্ত কমিটির সদস্যগণকে কার্ডধারী পরিবারের সদস্য হইতে হইবে এবং বয়স ন্যূনতম ৩৫ বছর হইতে হইবে;

(৪) কোনো ব্যক্তি একাধিক কমিটির সভাপতি/সদস্য হইতে পারিবেন না; এবং

(৫) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি ত্রাণ অথবা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থাকিলে অথবা অন্য কোন ফৌজদারি মামলায় চার্জশিটভুক্ত হইয়াছেন মর্মে অভিযোগ থাকিলে তিনি কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

৬। **রির্টানিং অফিসার, নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ**

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির নির্বাচনে রির্টানিং অফিসার হিসাবে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন;

(১) বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হইবার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং তফসিল ঘোষণার পূর্বেই সংশোধনীসহ হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবেন;

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, থানা, ইউনিয়ন পরিষদ, গুচ্ছগ্রামসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্বাচনের তফসিল প্রকাশ করিবেন;

(৩) প্রার্থীদের নিকট হইতে মনোনয়নপত্র আহ্বান, মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা ও স্থান উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন;

(৪) দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন এবং বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করিবেন;

(৫) রির্টানিং অফিসার কর্তৃক কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে, উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন;

(৬) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হইলে রির্টানিং অফিসার তাহাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন;

(৭) প্রত্যেক গুচ্ছগ্রামের নির্বাচনের জন্য একজন করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন; এবং

(৮) একজন কার্ডধারী ব্যালট পেপারের মাধ্যমে কেবল একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) উপজেলা কমিটি, নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে, গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে-

(১) ০৫ (পাঁচ) জন করিয়া দুইটি প্যানেল (একটি মূল ও একটি অপেক্ষমান) গঠনপূর্বক জেলা প্রশাসকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন;

(২) জেলা প্রশাসক মূল ০৫ (পাঁচ) জনের প্যানেল হইতে ০১ (এক) জনকে সভাপতি, ০৩ (তিন) জনকে সদস্য এবং ০১(এক) জনকে সদস্য-সচিব হিসেবে অনুমোদন প্রদান করিবেন;

(৩) মূল প্যানেলের কোনো পদ শূন্য হইলে অপেক্ষমান প্যানেল হইতে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। অপেক্ষমান প্যানেল হইতে ক্রম অনুযায়ী শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে;

(৪) গুচ্ছগ্রামের রেশন বিতরণ কমিটির সদস্যগণ ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবেন। অঙ্গীকারনামার নমুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে সরবরাহ করা হইবে। অঙ্গীকারনামায় সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ মেম্বার এবং অপর ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি সাক্ষী থাকিবেন;

(৫) রেশন বিতরণকালে কোনো জামানত গ্রহণ করা যাইবে না। ইতোপূর্বে গৃহীত সকল জামানত সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে গুচ্ছগ্রামের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাইবে;

(৬) কমিটির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে রেশন বিতরণে অনিয়ম, কারচুপি, আর্থিক দুর্নীতি কিংবা অন্য কোনোরূপ অভিযোগ থাকিলে গুচ্ছগ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ কার্ডধারীর স্বাক্ষরে জেলা প্রশাসক বরাবরে অভিযোগ দাখিল করা যাইবে। জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত অভিযোগের আলোকে তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) এই কমিটির মেয়াদ হইবে দুই বছর এবং কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব ও সদস্যগণ দুইবারের অধিক নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

৭। **গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির দায়িত্ব:**

(ক) রেশন বিতরণ কমিটি সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামে রেশন বিতরণ করিবেন।

(খ) কোনো কারণে কোনো গুচ্ছগ্রাম এলাকায় খাদ্যশস্য আনয়ন সম্ভবপর না হইলে, উন্নত যোগাযোগের সুবিধাসম্পন্ন নিকটবর্তী কোনো স্থান হইতে তাহা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে পত্র প্রদান করিবেন এবং উহার অনুলিপি জেলা প্রশাসককে প্রেরণ করিবেন।

(গ) সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী খাদ্যশস্য বিতরণ করিতে ব্যর্থ হইলে কমিটি দায়ী থাকিবে। মাস্টাররোলে কার্ডধারীর স্বাক্ষর কমিটির একজন সদস্য দ্বারা সনাক্তকৃত হইতে হইবে। স্বাক্ষর সনাক্তকরণ ছাড়া খাদ্যশস্য সরবরাহ করা যাইবে না।

(ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হইতে কার্ডধারীদের নামের তালিকা সম্বলিত একটি রেজিস্টার সরবরাহ করা হইবে। প্রতিবার খাদ্যশস্য বিতরণ শেষে রেজিস্টারটি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে এবং পরবর্তী বিতরণের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হইতে রেজিস্টারটি সংগ্রহপূর্বক বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(ঙ) গুচ্ছগ্রাম সংক্রান্ত জেলা অথবা উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে খাদ্যশস্য বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণের তারিখের কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে গুচ্ছগ্রাম এলাকায় ব্যাপক মাইকিং এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের তারিখ ও সময় জানাইতে হইবে। রেশন কার্ডের সংখ্যা ভেদে ১-৪ দিনের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে। রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(চ) রেশনকার্ডধারী নিজে অথবা তাহার মনোনীত/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ উত্তরাধিকারী (উত্তরাধিকারীর নাম ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হইতে হইবে) মাস্টাররোল স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক খাদ্যশস্য গ্রহণ করিবেন। গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি রেশন বিতরণকালে অনুপস্থিত কার্ডধারীগণের তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

(ছ) কোনো কার্ডধারী বা তাহার উত্তরাধিকারী ব্যতীত অপর কাউকে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইলে কমিটির সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। এইরূপ কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কমিটির সদস্যগণের জামানত বাজেয়াপ্তকরণসহ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাইবে।

(জ) কমিটি কর্তৃক রেশন বিতরণের ০৩ (তিন) দিন পূর্বে ০২ (দুই) দিন ধরে মাইকিং করে খাদ্যশস্য বিতরণের তারিখ প্রচার করা হইয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামের ওয়ার্ড মেম্বার/কাউন্সিলর এবং কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন কার্ডধারীর নিকট হইতে লিখিত প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট বিতরণের পূর্বে দাখিল করিতে হইবে। উহার ব্যত্যয় ঘটিলে জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এক্ষেত্রে পুনরায় সমপরিমাণ অর্থ জামানত হিসেবে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(ঝ) বিতরণকেন্দ্রে একটি নোটিশ বোর্ড থাকিবে এবং কার্ডধারীদের অবগতির জন্য এই বোর্ডে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে খাদ্যশস্য বিতরণের তারিখ, সংশ্লিষ্ট মাসে বিতরণের জন্য পাওয়া খাদ্যশস্যের নাম, খরচের বিস্তারিত হিসাব ও কার্ড প্রতি খরচের পরিমাণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(ঞ) বিতরণের আগের দিন সংশ্লিষ্ট খাদ্যগুদাম হইতে রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি বরাদ্দকৃত সকল খাদ্যশস্য গ্রহণ করিয়া বিতরণের স্থানে নিয়া যাইবেন। বিতরণের স্থানে নেওয়ার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করিবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঐ গুচ্ছগ্রামের জন্য বরাদ্দকৃত মোট খাদ্যশস্য বিতরণের স্থানে পৌঁছাইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করিবেন। প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কোনো খাদ্যশস্য বিতরণ করা যাইবে না। প্রত্যয়নপত্র ও মাস্টাররোল একসাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। উহার ব্যত্যয় ঘটিলে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং নতুন করে জামানত প্রদান করিতে হইবে।

(ট) রেশন বিতরণ কমিটির কোনো সদস্য পদত্যাগ করিবার আবেদন করিলে উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর তাহার জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৮। **ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্বঃ**

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করিবেন। তিনি গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির অব্যবস্থাপনা (যদি থাকে) দূরীকরণের ক্ষেত্রে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; প্রয়োজনে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অভিযোগ দাখিল করিবেন। কোনো গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া প্রমাণিত হইলে এই অনুচ্ছেদমূলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের প্রদত্ত ক্ষমতা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল করা হইবে।

৯। **উপজেলা কমিটির গঠনঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলার নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে উপজেলা কমিটি গঠিত হইবেঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
২.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	:	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট জোন কমান্ডার এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
৪.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা	:	সদস্য
৫.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, (সংশ্লিষ্ট)	:	সদস্য
৬.	সভাপতি, গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি (সকল)	:	সদস্য
৭.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(খ) **উপজেলা কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) গুচ্ছগ্রামের রেশন বিতরণ কমিটির কার্যক্রম তদারকি;

(২) উপজেলা কমিটির বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু ও সিদ্ধান্তসমূহ জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

(৩) এই নীতিমালার আলোকে-(ক) রেশনকার্ড পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন; (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রেশনকার্ড বাতিলকরণ; (গ) বাতিলকৃত রেশনকার্ড বিতরণের জন্য প্রার্থীদের নতুন তালিকা প্রণয়ন এবং (ঘ) অনুমোদনের জন্য উক্ত তালিকা/তালিকাসমূহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ;

(৪) নীতিমালা অনুযায়ী গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি গঠনপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ;

(৫) গুচ্ছগ্রামবাসীদের নামের একটি ডাটাবেজ প্রতিনিয়ত হালনাগাদপূর্বক কমিটির সভাপতির দপ্তরে সংরক্ষণপূর্বক উহার একটি কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ;

(৬) সকল খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সঠিক মান ও ওজন সহকারে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(৭) রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট খাদ্যগুদাম হইতে বুঝিয়া নেওয়া। খাদ্যগুদাম হইতে খাদ্যশস্য গ্রহণকালে ওজনে কোনো প্রকার কারচুপি প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন; এবং

(৮) উপজেলা কমিটি প্রতি দুইমাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হইবে।

১০। **জেলা কমিটির গঠনঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলার নিম্নবর্ণিত সদস্যগণনের সমন্বয়ে জেলা কমিটি গঠিত হইবে;

১.	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	:	সহ-সভাপতি
৩.	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট রিজিয়ন কমান্ডারের প্রতিনিধি	:	সদস্য
৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	:	সদস্য
৬.	নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ	:	সদস্য
৭.	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	:	সদস্য
৮.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	:	সদস্য

৯.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১০.	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(খ) **জেলা কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) এই নীতিমালার আলোকে উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর তালিকা হইতে যোগ্য প্রার্থী যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন;

(২) গুচ্ছগ্রাম ব্যবস্থাপনা ও খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যাপারে উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান;

(৩) উপজেলা ও গুচ্ছগ্রামের রেশন বিতরণ কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও তাহাদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;

(৪) কোনো কারণে গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি বিলুপ্ত হইলে নতুন কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে জেলা কমিটি একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন করিবেন। নতুন কমিটি গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে;

(৫) জেলা কমিটি প্রয়োজনে প্রতি চার মাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হইবে;

(৬) এই নীতিমালার আওতায় গুচ্ছগ্রামে রেশন বিতরণ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিলে উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে জেলা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; ক্ষেত্রমত উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(৭) এই নীতিমালায় কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হইলে জেলা কমিটি সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট উহা সংশোধনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

১১। **সরকারের কর্তৃত্বঃ** সরকার প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার যে কোনো শর্ত ও বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং সংযোজন করতে পারিবেন।

১২। **রহিতকরণঃ** পূর্বে জারীকৃত অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রামবাসীদের খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা/আদেশসমূহ এ নীতিমালা বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী
সচিব।

পরিকল্পনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

নং **২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.০৫২.২৪(অংশ-১) ১৬১**—কৃষি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ

(ক) এই নীতিমালা কৃষি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা-২০২৪' নামে অভিহিত হইবে;

(খ) ইহা শুধুমাত্র তিন পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে;

(গ) ইহা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক) 'জেলা পরিষদ' বলিতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে বুঝাইবে;

(খ) 'পার্বত্য জেলা' বলিতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাকে বুঝাইবে;

(গ) 'বোর্ড' বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে বুঝাইবে;

(ঘ) 'যথাযথ কর্তৃপক্ষ' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার বোর্ড জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদকে বুঝাইবে;

(ঙ) 'সরকার' বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

৩। **আওতাভুক্ত যন্ত্রপাতিঃ**

পার্বত্য চট্টগ্রামব বিয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগাম উন্নয়ন বোর্ড/ জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের/ স্কিমের আওতায় ক্রয়কৃত কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতি ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৪। **উপযুক্ত কৃষক/উপকারভোগীঃ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী/স্কীম এর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/তালিকাভুক্ত সকল চাষী/উদ্যোক্তা উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

৫। **সমিতি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠনঃ**

(ক) প্রত্যেক নির্দিষ্ট এলাকায় একটি করিয়া সমিতি গঠন করতে হইবে।

(খ) অনুচ্ছেদ ৫(ক)-তে বর্ণিত সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি করিয়া কার্যকর কমিটি থাকিবে, যাহার গঠন হবে নিম্নরূপ:

(১) সভাপতি : ০১ জন

(২) সাধারণ সম্পাদক : ০১ জন

(৩) কোষাধ্যক্ষ : ০১ জন

(৪) সাধারণ সদস্য : ০৮ জন

(গ) অনুচ্ছেদ ৫(খ)-তে বর্ণিত প্রতিটি কমিটির বিপরীতে একটি করিয়া উপদেষ্টা কমিটি থাকিবে যাহার গঠন হইবে নিম্নরূপ:

(১) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি : ০১ জন

(২) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা : ০১ জন

(৩) বোর্ড/পরিষদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী : ০১ জন

(৪) সংশ্লিষ্ট এলাকার কারবারী : ০১ জন

(ঘ) সাধারণ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে এই কার্যকরী কমিটি গঠিত হইবে; নির্বাচনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(ঙ) সমিতি ও উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ হইবে ০২(দুই) বছর।

(চ) সমিতির সদস্যগণ দুই বারের বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

(ছ) যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আগ্রহী কৃষকগণ সমিতির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আবেদন করিতে হইবে।

৬। **সমিতির অনুকূলে যন্ত্রপাতি হস্তান্তর ও মালিকানাঃ**

(ক) যন্ত্রপাতিসমূহ সমিতির সকল সদস্যের সার্বিক কল্যাণার্থে, ব্যবহারবিধি অনুসরণে সযত্নে ও যথাযথভাবে ব্যবহার এবং এ নীতিমালা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করা হইবে মর্মে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সাথে সমিতির সভাপতির ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(খ) সম্পাদিত চুক্তিনামায় বর্ণিত শর্তাবলি সমিতি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(গ) চুক্তিতে গঠিত কমিটি প্রথম পক্ষ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/জেলা পরিষদ ২য় পক্ষ হিসেবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

(ঘ) চুক্তি সম্পাদনের পর সকল সম্পত্তি (যাবতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি) সমিতির অনুকূলে যথা সময়ে হস্তান্তর করিতে হইবে।

(ঙ) সমিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে।

(চ) সমিতি পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকরী কমিটি কিংবা সাধারণ সদস্য উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে দাবী করিতে পারিবেন না।

(৭) **যন্ত্রপাতি পরিচালনা/ব্যবহারঃ**

(ক) যন্ত্রপাতিসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশে সেমিপাকা ঘর নির্মাণের জন্য জমির মালিক কর্তৃক জমি ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) সমিতির সকল সদস্যের, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, সমভাবে ব্যবহারের জন্য সমিতির কার্যকরী কমিটিকে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) তবে, জমির অবস্থা, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা এবং নিঃসন্তান বৃদ্ধ সদস্যকে যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) সমিতির কার্যকরী কমিটি প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি, সম্পত্তি ব্যবহার ও আয়-ব্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

৮। **অপারেশনাল ব্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণঃ**

(ক) প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহের পরিবহন ও বিদ্যুৎ/জ্বালানি ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ/সংযোজন/মেরামত ব্যয় এবং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যয় সমিতিকেই বহন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হইতে কোনো প্রকার বরাদ্দ প্রদান করা হইবে না।

(খ) অসাবধানতাবশত ব্যবহারের দরুণ কোন যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধিত হইলে বা চুরি হইলে বা সমিতি ব্যতিত অন্য কাহারও মালিকানায় পাওয়া গেলে কিংবা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলে বোর্ড/পরিষদ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৯। সমিতির প্রতিবেদনঃ

সমিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং আয়-ব্যয়ের বিষয়ে ছক মোতাবেক নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। যন্ত্রপাতি ফেরত প্রদান ঃ

সমিতির মেয়াদান্তে, সমিতি অকার্যকর কিংবা সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে সমিতির বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, সমিতি বিলুপ্তি/কমিটির মেয়াদ সমাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সমিতির অনুকূলে প্রদানকৃত সকল অস্থাবর সম্পত্তি (যন্ত্রপাতিসমূহ) নতুন কমিটির নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে; তবে বিলুপ্তির ক্ষেত্রে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের/জেলা পরিষদের নিকট যন্ত্রপাতিসমূহ হস্তান্তর করিতে হইবে।

১১। পরিদর্শন ও মনিটরিংঃ

প্রকল্প চলাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্পের মাঠ সংগঠক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং প্রকল্প শেষে বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীগণ উক্ত সমিতির কার্যক্রম ও বিতরণকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের বিষয়টি পরিদর্শন ও মনিটরিং করিয়া প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

১২। বিবিধঃ

(ক) আপাতত বলবৎ যাই থাকুক না কেন এই নীতিমালা প্রাধান্য পাইবে।

(খ) সরকার প্রয়োজনবোধে বাস্তব পরিস্থিতিতে কোন সমস্যার উদ্ভব/সৃষ্টি হইলে বা নীতিমালা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/ পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা থাকিলে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে করা যাইবে।

এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ কার্তিক ১৪৩১/১৭ অক্টোবর ২০২৪

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৮৩.২২-২৩৪—যেহেতু, বেগম মেহের আফরোজ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (লিভ রিজার্ভ) নিরীক্ষা ইউনিট সংযুক্ত ডকুমেন্টেশন অফিসার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০৬-০৪-২০২২ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কেন 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি, এর পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি) চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ** (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক বেগম মেহের আফরোজ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (লিভ রিজার্ভ), নিরীক্ষা ইউনিট সংযুক্ত ডকুমেন্টেশন অফিসার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ডা. মোঃ সারোয়ার বারী
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সীমান্ত-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৫/২১ পৌষ ১৪৩১

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৮.০৮.০১১.২০২২-০৪—বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অকুতোভয় অবদান, বীরত্ব/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নিম্নবর্ণিত ১০(দশ) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)" ও ১০(দশ) জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)" এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামুলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ১০(দশ) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক-সেবা (বিসিজিএমএস)" ও ১০(দশ) জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক-সেবা (পিসিজিএমএস)" প্রদান করা হলো:

(ক) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম) ২০২৪

ক্রমিক	নম্বর	পদবি	নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
০১.	৬৮৩	রিয়ার এডমিরাল	মীর এরশাদ আলী, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
০২.	৯৬১	কমডোর	মোঃ রাশেদ সাত্তার, (এন), এনইউপি, পিএসসি, বিএন			
০৩.	১০৭৫	ক্যাপ্টেন	মোঃ জহিরুল হক, (সি), বিসিজিএমএস, পিএসপি, বিএন			
০৪.	১২২০	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ শাহীন মজিদ, (জি), পিএসসি, বিএন			
০৫.	১২৬৪	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ সোহেল আজম, (জি), এনইউপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন			
০৬.	১৪১৭	ক্যাপ্টেন	মীর মোঃ মাহবুবুল হাসান, (এনডি), এনইউপি, পিএসসি, বিএন			
০৭.	২৯৭১	লেঃ কমান্ডার	এইচ এম লুৎফুল লাহিল মাজিদ, (এক্স), বিএন			
০৮.	৩১১০	লেঃ কমান্ডার	এইচ.এম.এম. হারুন-অর-রশীদ, (এক্স), বিএন			
০৯.	৯৮০৪৫৭	সিপিও (এফসি-১)	মোঃ বাবুল আক্তার			
১০.	২০০৬০৬৮৭	পিও (এফসি-১)	মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী			

(খ) প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম) ২০২৪

ক্রমিক	নম্বর	পদবি	নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১১.	১৭৭৭	কমান্ডার	মোঃ মাহফুজুর রহমান, (জি), পিএসসি, বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
১২.	১৯৫০	লেঃ কমান্ডার	আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন, (জি), পিপিএম, বিএন			
১৩.	২৮০২	লেঃ কমান্ডার	মোঃ সুয়াইব বিকাশ, (এক্স), বিএন			
১৪.	৩২৫১	লেঃ	মোঃ মুনতাসির ইবনে মহসীন, (এক্স), বিএন			
১৫.	৩৪০৩	লেঃ	রুহান মনজুর, (এক্স), বিএন			
১৬.	৯৭০০৩৩	সিপিও (টিডি-১)	মোঃ মিজানুর রহমান			
১৭.	২০০৫০৪০৭	ইএ-৪	মোঃ শাহ আলম			
১৮.	২০২০০৬৮৮	ইআরএ-৪	মোঃ বেলাল হোসেন			
১৯.	২০১৭০৫০৬	এবি (এফসি-৩)	নূর মোহাম্মদ			
২০.	২০১৮০৩৫২	এবি (এফসি-৩)	মোঃ সাজেদুল ইসলাম সাজ্জাদ			

(গ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএমএস) সেবা ২০২৪

ক্রমিক	নম্বর	পদবি	নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
২১.	১১১০	ক্যাপ্টেন	শেখ মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, (এন), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (সেবা) পদক	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
২২.	১১১৫	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ শহীদুল হক, (এইচ-১), পিএসসি, বিএন			
২৩.	বিএ-১০০৯৪৯	সার্জন কমান্ডার	এস এম বেলাল উদ্দিন, এমপিএইচ, এমফিল			
২৪.	১৫৬৬	কমান্ডার	আকতার জামান চিশতী, (ই), পিএসসি, বিএন			
২৫.	১৬৪৮	কমান্ডার	মোঃ মাজহারুল ইসলাম, (জি), পিএসসি, বিএন			
২৬.	১৯০০	কমান্ডার	মোঃ মোদাসসেরুল হক, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন			
২৭.	২৬৩৩	লেঃ কমান্ডার	মোঃ মোহাইমিনুল হক মাহিম, (এল), বিএন			
২৮.	২০০৮০৫৮০	এলএস (টিডি-১)	মোঃ মনোয়ার হোসেন			
২৯.	২০১১০৩৭৯	লিডিং রাইটার	মোঃ রাশেদুর রহমান			
৩০.	২০১৭০৭০৬	আরইএ-৪	নাহিদ হাসান জনি			

(ঘ) প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএমএস) সেবা ২০২৪

ক্রমিক	নম্বর	পদবি	নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
৩১.	১২২৯	ক্যাপ্টেন	রিয়াদ ইবনে জামাল, (ই), এনজিপি, পিএসসি, বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড (সেবা) পদক	৫০, ০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
৩২.	১২৫৫	ক্যাপ্টেন	এস এম সুমন হায়দার, (সি), এনজিপি, পিএসসি, বিএন			
৩৩.	৯৩০৪৯৭	এসসিপিও (ক্যাট)	মোহাম্মদ ফকরুল ইসলাম			
৩৪.	২০০০০২১৪	সিপিও(রাইটার)	মোঃ মনোয়ার হোসেন			
৩৫.	২০০২০১৬১	সিপিও(রাইটার)	মোঃ জাকারিয়া			
৩৬.	২০১১০৮১২	এলএস (এফসি-১)	মোঃ এহসানুল হক			
৩৭.	২০১২০৩৯৮	লিডিং রাইটার	লুৎফর রহমান তারেক			
৩৮.	২০১২০৯৫৪	এলপিএম	শাফিউল ইসলাম তালুকদার			
৩৯.	২০১৩০৩৩৫	এলআরও(জি)	মোঃ সাইফুল ইসলাম			
৪০.	৯৫০০০৯	ফটোকপি অপারেটর	মোঃ আবু তাহের			

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২২-০২-২০১২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.১১৬.০৪.০০২.১২-৫৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পদক প্রাপ্তগণ এ পদক, নগদ এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা বেতনের সাথে প্রাপ্য হবেন। পদক প্রাপ্তদের এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা বাবদ ব্যয় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করতে হবে এবং পদক সংক্রান্ত সুবিধাদি (আর্থিক সুবিধাসহ) ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদানের দিন থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাজিনা সারোয়ার
উপসচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.৭৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিপিএম-সেবা, বিপি-৯১১৮২২০৪৯৫, সহকারী পুলিশ সুপার (ডিএসবি), ঢাকা-কে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (১) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রংপুর রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.৭৭**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নুর আলম, পিপিএম-সেবা, বিপি নং-৮০১০১২৬৭৯৮, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত), ঢাকা-কে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নুর আলম-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (১) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৭ নভেম্বর ২০২৪

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২৪-৭২—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা, যুগ্ম-মহাপরিচালক (ডিজাইন এন্ড স্ট্যান্ডারাইজেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা (চলতি দায়িত্ব) [প্রাক্তন প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী (চলতি দায়িত্ব)]-এর বিরুদ্ধে রেলওয়ে হাসপাতাল, রাজশাহী-এর জনৈক ফার্মাসিস্ট কর্তৃক একের পর এক মেয়েকে মিথ্যা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করায় অভিযোগের বিষয়টি রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে তদন্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, বর্ণিত অভিযোগের বিষয়টি তদন্তপূর্বক তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অসদাচারণ-এর শামিল মর্মে সুপারিশ প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে রাজশাহী রেলওয়ে হাসপাতালের জনৈক নারী সহকর্মীর সথে অনৈতিক ও গর্হিত কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে তথা রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছেন যা শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং ১৬-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২৪-৫২ নং স্মারকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ৩১-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখে জবাব দাখিলের জন্য অতিরিক্ত ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ০৪-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২৪-৫৩ নং স্মারকে জবাব দাখিলের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় বর্ধিত করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৯-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন এবং ১৮-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবানবন্দি এবং বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা করে জনাব মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা, যুগ্ম-মহাপরিচালক (ডিজাইন এন্ড স্ট্যান্ডারাইজেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা (চলতি দায়িত্ব) [প্রাক্তন প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী (চলতি দায়িত্ব)]-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী অসদচারণ-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা, যুগ্ম-মহাপরিচালক (ডিজাইন এন স্ট্যান্ডারাইজেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা (চলতি দায়িত্ব) [প্রাক্তন প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী (চলতি দায়িত্ব)] কে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদচারণ এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধিমতে "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি স্থগিতকৃত বর্ধিত বেতনের বকেয়া প্রাপ্ত হবেন না, ০১ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২য় বছর হতে বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবদুল বাকী
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৪১১.০৫.০০১.২৪-৩৬০—বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির প্রতিষ্ঠা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৯ নভেম্বর, ১৯৭৩ খ্রি. তারিখের রিজুলিউশন নং-১(৭)/৭৩-আই এন এস-ii দ্বারা গঠিত বোর্ড অব গভর্নরস এবং উক্ত বোর্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত সময়ে-সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস পুনর্গঠন করা হলো:

ক্রমিক	পদবি ও ঠিকানা	পদমর্যাদা	মন্তব্য
১।	সিনিয়র সচিব/সচিব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়	চেয়ারম্যান	পদাধিকার বলে
২।	সদস্য (প্রশাসন) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য	পদাধিকার বলে
৩।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সদস্য	পদাধিকার বলে
৪।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বীমা কর্পোরেশন	সদস্য	পদাধিকার বলে
৫।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব বীমা অনুবিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য	পদাধিকার বলে
৬।	বিশ্ববিদ্যালয়ের ১(এক) জন অধ্যাপক	সদস্য	সরকার কর্তৃক মনোনীত
৭।	বীমা ব্যবসায় অভিজ্ঞ ৩(তিন) জন প্রতিনিধি	সদস্য	বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত
৮।	পরিচালক বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি	সদস্য	পদাধিকার বলে

২। এ আদেশ জনস্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফি উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৫ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.৮৮**—যেহেতু, জনাব সাদেক কাউসার দস্তগীর (বিপি-৮৪১৩১৫৯৩৫৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, শেরপুর [সাবেক অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (উত্তর), এসএমপি, সিলেট]-এর বিরুদ্ধে কোতয়ালী মডেল থানা, এসএমপি, সিলেটে মামলা নং-১৪, তারিখ ২০-৮-২০২৪ খ্রি. ধারা-১৪২/১৪৭/১৪৮/৩০২/১৪৯/৩৪ পেনাল কোড রুজু হয়। তিনি উক্ত মামলার ২ নং এজাহারনামীয় আসামী। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) মোঃ মুরসালিন (বিপি-৬৯৯৩০০৯২০২), পিবিআই, সিলেট জেলা গত ১৮-১২-২০২৪ খ্রি. ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, শেরপুর হতে তাকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন;

সেহেতু, জনাব সাদেক কাউসার দস্তগীরকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১৮-১২-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.৮৯**—যেহেতু, জনাব শাহিদুল ইসলাম (বিপি-৮৭১৩১৫৯৩৮৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১৬ এপিবিএন, কক্সবাজার (সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সাভার সার্কেল, ঢাকা জেলা)-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হতে ICT-BD Misc, মামলা নং-০৪/২০২৪, তারিখ- ২৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন-১৯৭৩ এর ৩ ধারা সংক্রান্তে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এ সংক্রান্তে পুলিশ সুপার, গোপালগঞ্জ জেলার অধিযাচনপত্রের আলোকে পুলিশ পরিদর্শক প্রতুল কুমার শীল, ডিবি, কক্সবাজার উক্ত কর্মকর্তাকে ১৬ এপিবিএন কক্সবাজার হতে গত ৩০-১০-২০২৪ খ্রি. গ্রেফতার করে গত ৩১-১০২০২৪ খ্রি. শাহবাগ থানা, ডিএমপি, ঢাকায় হাজির হন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, অফিসার ইনচার্জ, গোপালগঞ্জ আসামীকে শাহবাগ থানা হতে গ্রহণ করে ৩১-১০-২০২৪ খ্রি. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালা-১ এ সোপর্দ করেন;

সেহেতু, জনাব শাহিদুল ইসলামকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ৩০-১০-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি সিলেট রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪৩১/০১ জানুয়ারি ২০২৫

বিষয়: পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার ০৩ নং বালিপাড়া ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মো: নুরুল ইসলামকে নবগঠিত ০৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্যকরণ প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০২০.৯৪-০১**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, (ক) জেলা রেজিস্ট্রারের প্রতিবেদন এবং ইউনিয়ন পুনর্গঠন সংক্রান্ত গেজেটের আলোকে সাবেক ০৩ নং বালিপাড়া ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম নবগঠিত ০৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ায় এবং বর্ণিত ০৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নে অদ্যাবধি কোনো নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়ায় জনাব মোঃ নুরুল ইসলামকে ০৩ নং বালিপাড়া ইউনিয়নের পরিবর্তে নবগঠিত ০৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো। (খ) ০৩ নং বালিপাড়া ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রারের অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণা করা হলো। শূন্য ঘোষিত ০৩ নং বালিপাড়া ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার সংক্রান্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-২ শাখা
ভূমি হুকুম দখল শাখা

এল.এ কেস নম্বরঃ ৪০(W)/১৯৬৩-১৯৬৪

ফরম নং "ঘ"
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু, নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-কাগচিড়া, জে. এল নম্বর-৫, সিট নম্বর-৫, উপজেলা-পাথরঘাটা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৭১০	০.৪৪
৩৭১৩	০.৯৯
৩৭১৪	০.২৬
৩৭১৫	০.১১
৩৭১৮	০.০৯
৩৭১৯	০.১৫
৩৭২০	০.১৬
৩৭২১	০.১৫
৩৭২২	০.১৪
৩৭৪১	০.২৭
৩৭৫৩	০.৩৯
৩৭৫৭	০.০৭
৩৭৫৮	০.১৭
৩৭৫৯	০.০৯
৩৭৬০	০.১৭
৩৭৬৭	০.৪০
৩৭৬৮	০.০৭
৩৮৫৩	০.৮৪
৩৭০৬	০.০১
৩৭০৭	০.০১

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৭০৮	০.০২
৩৭০৯	০.০৯
৩৭১১	০.৪৯
৩৭১৬	০.০২
৩৭২৩	০.০১
৩৭২৪	০.১৪
৩৭৩৯	০.৩৩
৩৭৪০	০.০৫
৩৭৪২	০.২৫
৩৭৪৩	০.৮০
৩৭৪৪	০.২৪
৩৭৪৫	০.০১
৩৭৪৮	০.০৫
৩৭৪৯	০.০৭
৩৭৫০	০.১৪
৩৭৫১	০.১৩
৩৭৫২	০.১৭
৩৭৫৪	০.০৬
৩৭৫৫	০.২৮
৩৭৫৬	০.১৪
৩৭৬১	০.৩৭
৩৭৬২	০.২৮
৩৭৬৫	০.০৫
৩৭৬৬	০.৩৫
৩৭৬৯	০.১১
৩৭৭৩	০.৩১
৩৭৭৪	০.৬৩
৩৭৭৮	০.০৩
৩৭৮১	০.০৯
৩৭৮২	০.১০
৩৭৮৫	০.২৭
৩৭৮৬	০.১৬
৩৭৯১	০.৩৭
৩৭৯২	০.২৯
৩৭৯৮	০.৪৪
৩৭৯৯	০.৪০
৩৮০৫	০.০৩
৩৮০৬	০.৫০
৩৮০৭	০.৯৬

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৮২৫	০.৪৮
৩৮২৬	০.৪১
৩৮৪০	০.২১
৩৮৪১	০.০৪
৩৮৪২	০.০৪
৩৮৪৩	০.০৫
৩৮৪৪	০.৪৭
৩৮৪৫	০.৩২
৩৮৪৬	০.৪২
৩৮৪৮	০.০২
৩৮৫০	০.০৯
৩৮৫১	০.৫৮
৩৮৫২	০.৮০
৩৮৫৩	০.৮৪
৩৮৫৪	০.৪১
৩৮৫৫	০.১৫
৩৮৫৬	০.০১
৩৮৫৯	১.০৩
৩৮৭১	০.০৩
৩৮৭২	০.৩৫
৩৮৭৩	০.৫১
৩৮৭৪	০.৬৬
৪১১০	০.০৮
মোট জমির পরিমাণ=	**২২.৩৭ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৯(W)/৬৯-৭০

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭**—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-ঝাড়াখালী, জে.এল নম্বর-৮০, সিট নম্বর-২, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৯৮৪	০.২৮
মোট জমির পরিমাণ=	**০.২৮ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১২ (W)/১৯৬৫-১৯৬৬

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-মাইঠা, জে.এল নম্বর-৩২, সিট নম্বর-৩, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৪৫৭	০.২৮
১৪৫৮	০.১২
১৪৫৯	০.১৬
১৫২৩	০.১২
১৫২৪	০.০৭
১৫২৫	০.০৯

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৫২৬	০.০৫
১৫২৭	০.০৫
১৫২৮	০.০৪
১৫২৯	০.০৪
১৫৩৫	০.৩০
১৫৩৬	০.০৫
১৫৩৭	০.০৭
১৪৬০	০.২২
১৪৬১	০.০১
১৪৭৬	০.৭২
১৪৭৭	১.৪৪
১৪৮৫	০.৬৮
১৪৮৬	০.০২
১৪৯০	০.২৯
১৪৯৬	০.৪১
১৪৯৭	০.৩৬
১৫০২	০.২৬
১৫০৩	০.২০
১৫০৬	০.০৭
১৫০৭	০.১২
১৫১০	০.১২
১৫১১	০.২২
১৫১৫	০.০৮
১৫১৬	০.২৮
১৫১৯	০.৩০
১৫২১	০.২২
১৫৩১	০.০২
১৫৩২	০.০৮
১৫৩৩	০.০৬
১৫৩৪	০.০৪
১৫৩৮	০.০১
মোট জমির পরিমাণ=	**৭.৭১ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৭১ (W)/১৯৬৩-১৯৬৪

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-হেউলিবনিয়া, জে.এল নম্বর-৩১, সিট নম্বর-৪, উপজেলা- বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৫৩৬	৭৫, ৭৬	০.৪৫
১৫৩৭	৭৬	০.২১
১৫৩৮	৭৬	০.০৩
১৫৩৯	৬৮১, ৬৮৫	০.৬৮
১৫৪৬	৩০৩	১.০৬
১৫৪৮	২০, ৭৯	১.৬৮
১৫৪৯	৭৯	০.২৯
১৫৫০	৩২৬	০.২১
১৫৫৩	৫২১	০.৬৮
১৫৫৪	৩০২	০.৩২
২৬০২	৬৭৩	০.৬৮
২৬০৩	৬৭৩	১.২২
২৭৪৬	৬৭৩	০.০৬
২৭৪৭	৬৭৩	০.০১
২৭৪৮	৬৭৩	০.১৮
২৭৪৯	৬৭৩	০.১৪
২৭৫০	৬৭৩	০.১৮
২৭৫২	৬৭৩	০.৯৮
২৭৫৩	৬৭৩	০.১২
২৭৫৫	৬৭৩	০.৫৬
২৭৫৬	৪৭২	০.১৫
২৭৫৭	৪৭২	০.০৭

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৭৫৮	৬৩৪, ৫০৭, ৫৭০	০.০১
২৭৫৯	৬৩৪	০.২৬
২৭৬০	১৩৯	০.২৫
২৭৬১	২, ১৩৯	০.০২
২৭৬৩	২১, ১৩৯	০.৩৫
২৭৬৪	৩৬৭, ৪৯৪	০.৩৫
২৭৬৭	৮৬	০.১৭
২৭৬৮	৩৬৭, ৪৯৪	০.৪৮
২৭৭০	৩৬৭	০.১০
২৭৭১	৮৬	০.০৮
	মোট জমির পরিমাণ=	**১১.৪৩ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৩৪ (W)/১৯৭৩-১৯৭৪

ফরম নং-"ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-শাখারিয়া, জে.এল নম্বর-১৯, সিট নম্বর-২, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১২১৩	১৩৮	০.৯০
১২১৪	১৩৮	০.৫২
১২১৫	১৩৮	০.৩২
১২১৬	২৪৫	০.৩০
১২১৭	১১৪	০.৩৬
১২৫৪	৪৯৮	০.১০
১২৫৫	৪৩	০.১০
১২৫৬	১১২	০.১০
১২৮৪	১৪৮	০.০২
১২৯২	৪৮০	০.১৩
১২৯৩	৪৮০	০.০৭
১২৯৪	৪৮০	০.১৮
১২৯৫	৩৯৯	০.৩০
১২৯৬	১৫০	০.১৮
১২৯৭	৪৯৮	০.১৮
১২৯৮	৪২৪	০.১২
১২৯৯	৪৫৪	০.২২
১৩০০	৬৭, ৬৮	০.৩৪
১৩০১	১০৪	০.০৬
১৩০২	১০৪	০.০৬
১৩০৩	৪৯৮	০.০৬
১৩০৪	১৫০	০.০৮
১৩০৫	৪৫৪	০.১৮
১৩০৬	১১২	০.২৭
১৩০৭	৪৩	০.১৬
১৩০৮	৪৯৭	০.০৭
১৩০৯	১৪৮	০.০৮
১৩১০	২৪৪	০.১০
১৩১১	২৪৪	০.০৯
১৩১২	৬৭, ৬৮	০.১৬
১৩১৩	১৪৮	০.১০
১৩১৪	৪৯৭	০.১২
১৩১৫	৪৩	০.১৮
১৩১৬	৫৯৬	০.৩০
১৩১৭	৫৯৬	০.০৭
১৩১৮	৩৯৯	০.১৪
১৩১৯	১০৪	০.০৫
১৩২০	১০৪	০.০৫
১৩২১	১৪৮	০.০৩
১৩২৬	১০৪	০.০৫
১৩২৭	১০৪	০.০৫
১৩২৮	৬৭, ৬৮	০.১৩
১৩২৯	৪২৪	০.১৪
১৩৩০	৪৫৪	০.১৩
১৩৩১	১১২	০.০৬

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৩৩২	১৫০	০.১৪
১৩৩৩	৪৯৮	০.০৯
১৩৩৪	৬৫, ৬৬	০.২০
১৩৩৫	১১২	০.১৬
১৩৩৬	৪২৪	০.১৫
১৩৩৭	১৪৮	০.১০
১৩৩৮	৪৯৮	০.১৩
মোট জমির পরিমাণ=		**৮.৩৮ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৩০ (W)/১৯৬২-১৯৬৩

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-কাগচিড়া, জে.এল নম্বর-৫, সিট নম্বর-৪, উপজেলা-পাথরঘাটা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৬১৬	০.১১
২৬১৭	০.১১
২৬১৮	০.১৪
২৬১৯	০.১৭
২৬২০	০.১৫
২৬২১	০.০৭
২৬২৬	০.৪৪
২৬২৭	০.৬৬
২৬২৮	০.৩৫
২৬২৯	০.০২
২৬৩০	০.২৮
২৬৩১	০.০৬
২৬৩২	০.০৫
২৬৩৩	০.২৬
২৬৩৪	০.২৩
২৬৩৫	০.২২
২৬৩৬	০.২২
২৬৩৭	০.০২
২৬৩৮	০.০৩
২৬৩৯	০.০৬
২৬৪০	০.৬২
২৬৪১	০.১৩
২৬৪২	০.১২
২৬৪৩	০.২০
২৬৪৪	০.২০
২৬৪৫	০.২১
২৬৪৬	০.২২
২৬৪৭	০.০২
২৬৪৮	০.১৪
২৬৫০	১.০৫
২৬৫৫	০.৩৬
২৬৫৬	০.৩৬
২৬৫৭	০.৩৬
২৬৫৮	০.৩৫
২৬৬১	০.৫৮
২৬৬৪	০.৩০
২৬৬৫	০.১৫
২৬৬৬	০.০৯
২৬৬৭	০.০৪
২৬৬৮	০.৪০
২৬৭৩	০.৪০
২৬৭৪	০.৪৬
২৬৭৫	০.৩০
২৬৭৬	০.২৯
২৬৭৭	০.৩১
২৬৮৬	০.০২
২৬৮৭	০.৬৩
২৬৮৮	০.১৪

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৬৯১	০.৩৯
২৬৯২	০.৪০
২৬৯৩	০.১০
২৬৯৪	০.৩২
২৬৯৫	০.৩২
২৬৯৬	০.১০
২৭২৪	০.৩৭
২৭২৫	০.১১
২৭২৬	০.১০
২৭৩০	০.১২
২৭৩১	০.০৯
২৭৩৪	০.১৮
২৭৩৫	০.২৬
২৭৩৬	১.৫০
২৭৩৭	১.০৪
২৭৩৮	০.৫৪
২৭৪২	০.৩১
২৭৪৩	০.৩২
২৭৪৪	০.৩১
২৭৪৫	০.৩১
২৭৪৬	০.৩২
২৯৩২	০.০৮
২৯৩৩	০.৪০
২৯৩৪	০.২৮
২৯৩৫	০.২৬
২৬৩৬	০.২৬
২৯৩৭	০.৮০
২৯৩৯	০.৯৬
২৯৪৫	০.২৬
২৯৭৪	০.২৫
২৯৭৫	০.২৫
২৯৭৬	০.২৩
২৯৭৭	০.৫২
২৯৭৮	০.২১
২৯৭৯	০.২২
২৯৮০	০.১০
২৯৮১	০.২২
২৯৮২	০.১২
২৯৮৩	০.২২
২৯৮৪	০.১৩
২৯৮৭	০.০৪
২৯৮৯	০.০২
২৯৯০	০.৩৫
২৯৯১	০.৩৮
২৯৯২	০.১৫
২৯৯৩	০.১৪
২৯৯৪	০.১৫
২৯৯৫	০.২৬
২৯৯৬	০.১৪
২৯৯৭	০.৫০
২৯৯৮	০.৪০
৩০২৭	০.৬৬
৩০৩০	১.৪২
৩০৩১	১.২৪
৩০৩৩	০.৩১
৩০৩৪	০.৫২
৩০৩৫	১.৯৫
৩০৩৬	০.৫১
৩০৩৭	০.৫৭
৩০৩৮	১.৩১
৩০৩৯	০.৭৭
৩০৪০	০.৫৩
৩০৪১	০.৪৩
৩০৬৬	০.২১
মোট জমির পরিমাণ=	**৪১.০৮ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ২৮ (W)/১৯৬৪-১৯৬৫

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বড়লবনগোলা, জে.এল নম্বর-২৮, সিট নম্বর-৩, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০০১	৩৩৭	০.৪০
৩০০৩	১৫৭	০.১৬
৩০০৪	১৫৭	০.০৮
৩০০৫	১৫৭, ৪১৩	০.১১
৩০০৮	৪১৩	০.১২
৩০০৯	৪১৩	০.২১
৩০১১	১৫৭	০.১৯
৩০১২	২৩৪	০.৩৬
৩০১৩	২৩৪	০.১৫
৩০১৪	১৫৭	০.০৩
৩০১৫	১৫৭	০.০৪
৩০২৮	২৪৮	০.০২
৩০২৯	২৪৮	০.০৯
৩০৩০	২৫০	০.১০
৩০৩১	২৫০	০.০৩
৩০৩২	১১০	০.২১
৩০৩৩	৪৩৮	০.২০
৩০৩৪	৪৩৭	০.০৬
৩০৩৫	৪৩৭	০.০৫
৩০৩৭	২৬০	০.১১
৩০৩৮	২৬০	০.২০
৩০৩৯	২৬০	০.০৩
৩০৪১	২৬০	০.০২
৩০৪২	২৬০	০.১৯
৩০৪৩	২৬০	০.১৮
৩০৪৪	২৬০	০.০২
৩০৪৫	২৬০	০.১৬
৩০৪৯	৩২৫	০.১৫
৩০৫০	১৩৭	০.০৫
৩০৫১	১৩৭	০.০৪
৩০৫৩	৪৮৬	০.০৪
৩০৫৪	৪৮৬	০.০৩
৩০৫৫	৪৮৬	০.০৭
৩০৫৬	৪৮৬	০.০৪
৩০৫৭	৩২৯	০.১৭
৩০৫৮	৩২৯	০.১১
৩০৫৯	৩২৯	০.০৮
৩০৬০	২১২	০.০৮

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০৬২	১০৬	০.১২
৩০৬৫	১০৬	০.২৯
৩০৬৬	১০৬	০.০৯
৩০৬৮	১০৬	০.১৩
৩০৬৯	২৭৭	০.০৯
৩০৭০	২৭৭	০.০৯
৩০৭২	১০৬	১.৩০
৩০৭৩	১০৫, ১৩৮	০.৬১
৩০৭৪	১৪৮	০.৫৮
৩০৭৫	২১২	০.৫৬
৩০৭৬	৩২৮	০.৪৮
৩০৯১	৪১৪	০.৯১
৩০৯৫	১১০, ৪৩৮	১.৪১
৩০৯৭	১৫৭	০.৯৮
৩১০০	২৪৯	০.২৬
৩১০১	২৫০	০.২৭
৩১০৪	১১০, ৪৩৮	১.৩৬
৩১০৫	৪১৩	১.১২
৩১০৬	২১১	০.৭৩
৩১০৭	১৫৭	১.১৪
৩১০৮	৩৩৭	০.৯৮
৩১২২	১৫৭	০.৪৭
৩১২৩	২৬০	১.৫১
৩১২৯	২৭৮	০.৩৯
৩১৩০	৩২৮	০.২৮
৩১৩১	৪৮৬	০.৯৮
৩১৩২	২৭৮	০.২৫
৩১৫২	২৭৮	০.৯২
৩১৬৬	২৭৭	০.৪৯
৩১৬৭	১৫০	০.৬৯
৩১৭০	২১৩	০.৫৩
৩১৭২	২৭	০.৫০
৩১৭৬	১৪৭, ২৩৭	০.৪৬
৩১৭৭	৩০৯, ৪২৮	১.৯৫
৩১৮৯	২৭	০.২০
৩১৯০	২৭	০.২৫
৩১৯১	২১৩	০.২৫
৩১৯২	১১৮, ২৩৭	০.২৫
৩১৯৩	৩০৯, ৪২৮	০.৬০
৩১৯৫	১৫০	০.০১
৩১৯৬	৩০৯, ৪২৮	০.৪১
৩১৯৭	১১৮, ২৩৭	০.১৩
৩১৯৮	২১৩	০.০২
৩১৯৯	২৭	০.০২

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩২০৪	১৫০	০.১৮
৩২০৫	২৭	০.২০
৩২১২	৩২৬	০.০৮
৩২১৩	১১৮, ২৩৭	০.১৫
৩২১৪	৩০৯, ৪২৮	০.১৩
৩২১৫	৩০৯, ৪২৮	০.২৮
৩২২০	৩০৯, ৪২৮	০.০৬
৩২২৪	৪২৭	০.০৫
৩২২৫	৪২৭	০.০৯
৩২২৬	৩০৯, ৪২৮	০.০৪
৩২২৭	৪২৭	০.০৪
৩২২৮	৪২৭	০.৩০
৩২২৯	২৭	০.০৯
৩২৩১	৩০৯, ৪২৮	০.১৮
৩২৩২	২০৩	০.১০
৩২৩৩	৩০৯, ৪২৮	০.০৫
৩২৩৪	১১৮, ২৩৭	০.০৬
৩২৩৫	২০৩, ৪২৭	০.০৫
৩২৩৬	৩০৯, ৪২৮	০.০৬
৩২৩৭	২৭	০.০৬
৩৪৫৫	৩২৮	০.১৮
মোট জমির পরিমাণ=		**৩১.৮৪ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ২৪ (W)/১৯৬৪-১৯৬৫

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-নাপিতখালী, জে.এল নম্বর-২৫, সিট নম্বর-৩, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৭৫৯	১.৩৭
৩৭৬০	০.০৮
৩৭৬১	০.২১
৩৭৬২	০.১৭
৩৭৬৩	০.০৮
৩৭৬৪	১.০৪
৩৭৬৫	০.৬০
৩৭৬৬	০.০২
৩৭৬৭	১.৩৫
৩৭৬৮	০.১৫
৩৭৬৯	০.০৩
৩৭৭০	০.০৯
৩৭৭১	০.৩৮
৩৭৭২	০.১৮
৩৭৭৩	০.০৫
৩৭৭৪	০.০৪
৩৭৭৭	০.০৩
৪০৮৫	০.২২
৪০৮৬	০.৬৬
৪০৮৯	০.২৬
৪০৯৩	০.৫০
৪০৯৬	০.৬২
৪০৯৭	০.৫০
৪০৯৮	০.১৫
৪০৯৯	০.৩২
৪১০০	০.৪৪
৪১০১	০.১৪
৪১০২	০.২২
৪১০৩	০.০২
৪১০৪	০.০৭
৪১০৫	০.৭৬
৪১০৬	০.৩৪
৪১০৭	১.৬৬

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪১০৮	১.০৪
৪১০৯	০.৭২
৪১১০	০.০৪
৪১১১	০.০২
৪১১২	০.৩২
৪১১৩	০.০৩
৪১১৪	০.৬৫
৪১১৫	০.৪৩
৪১১৬	০.২৬
৪১৪৫	০.০২
৪১৪৬	০.০৪
৪১৫৫	০.০৫
৪১৫৬	০.০২
৪১৬৫	০.০৬
৪১৬৬	০.০৩
৪১৭৭	০.০২
৪১৭৮	০.০৩
৪১৭৯	০.০৪
৪১৯০	০.০২
৪১৯১	০.০১
৪১৯২	০.০৩
৪২০১	০.০৩
৪২০২	০.০৪
৪২০৩	০.০১
৪২১০	০.০১
৪২১১	০.০২
৪২১২	০.০৬
৪২১৩	০.০৭
৪২১৪	০.০৪
৪২১৭	০.০৩
৪২১৮	০.০৩
৪২১৯	০.০২
৪২২০	০.০১
মোট জমির পরিমাণ=	**১৭.০০ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৮ (W)/১৯৭৯-১৯৮০

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-গাবতলী, জে.এল নম্বর-১৮, সিট নম্বর-৩, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০১৫	০.০১
৩০১৬	০.০২
৩০২৯	০.০২
৩০৩০	০.১৪
৩০৩১	০.২৪
৩০৩২	০.২১
৩০৩৩	০.১২
৩০৩৬	০.০৬
৩০৩৭	০.৫০
৩০৩৮	০.১৩
৩০৩৯	০.৩২
৩০৪০	০.০৮
৩০৪১	০.২০
৩০৪২	০.০৬
৩০৪৩	০.১১
৩০৪৪	০.০৬
৩০৪৫	০.২৪
৩০৪৬	০.২০
৩০৪৭	০.৬৫
৩০৪৮	০.১৬
৩০৪৯	০.২০
৩০৫০	০.৩৬

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০৫১	০.৩০
৩০৫২	০.৩০
৩০৫৬	০.০২
৩০৫৭	০.০৩
৩০৫৮	০.০৪
৩০৫৯	০.১০
৩০৬০	০.২০
৩০৬১	০.১৩
৩০৬২	০.৪৭
৩০৬৩	০.০৭
৩০৬৪	০.০৫
৩০৬৫	০.২৭
৩০৬৬	০.৩৪
৩০৬৭	০.৫৫
৩০৬৮	০.০৭
৩০৬৯	০.২৭
৩০৭০	০.৩৩
৩০৭১	০.২১
৩০৭২	০.১০
৩০৭৩	০.১০
৩০৭৪	০.১০
৩০৭৫	০.০৮
৩০৭৬	০.০৪
৩০৭৯	০.৭২
৩০৮০	০.১৭
৩০৮১	০.১৪
৩০৮২	০.১০
৩০৮৩	০.০৮
৩০৮৪	০.১২
৩০৮৫	০.৩২
৩০৮৬	০.১৬
৩০৮৭	০.২৪
৩০৮৮	০.০৫
৩০৮৯	০.০১
৩১০৩	১.২৬
৩১০৪	০.১১
৩১০৫	০.১২
৩১১০	০.৩৩
৩১১১	০.১৬
৩১১৪	০.১৬
৩১১৭	০.৩৫
৩১২১	০.৭৫
৩১২০	০.৩৬
৩১২২	০.৫৪
৩১২৩	০.১৮
৩১২৪	০.৬০
৩১৩৪	০.০২
৩১৩৫	০.০৬
৩১৩৬	০.২৪
৩১৩৭	০.২৬
৩১৩৮	০.১৪
৩১৩৯	০.০৮
৩১৪০	০.১৭
৩১৪১	০.০২
৩১৪২	০.০৪
৩১৪৩	০.৩২
৩১৪৪	০.১১
মোট জমির পরিমাণ=	**১৬.৭৫ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৩৮ (W)/১৯৬৮-১৯৬৯

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-ঘটখালী, জে.এল নম্বর-২৯, সিট নম্বর-১, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৪	০.১১
১৫	০.০৬
২১	০.০২
২২	১.৬৫
২৩	০.০৭
২৪	০.০৫
২৭	০.০৫
৪৩	০.১২
৪৫	০.১২
৪৭	০.০২
৪৯	০.০৩
৫০	০.১৭
৫১	০.৪১
৫২	০.২১
৫৩	০.২০
৫৪	০.২৫
৫৫	০.২৫
৫৬	০.৩৬
৫৭	০.৬০
৫৮	০.৬১
৫৯	০.১৬
৬২	০.১২
৬৩	০.৯০
৬৪	০.২৬
৬৫	০.১৩
৬৬	০.১১
৬৭	০.০৩
৬৯	০.৩৪
৭০	০.২৬
৭১	০.৩০
৭২	০.২৮
৭৪	০.০৪
৭৫	০.০৩
৭৬	০.০২
৭৭	০.২৭
৭৮	০.০৭
৭৯	০.০৯
৮১	০.০৯
৮২	০.৪৭
৮৩	০.২১
৮৪	০.০২
৮৫	০.২৮
৮৬	০.২০
৮৭	০.৬০
৯০	০.৪৬
৯১	০.২০
৯২	০.৩৫
৯৩	০.০৭
১০০	০.০৮
১০১	০.৬৮
১০৪	০.৮৫
১০৫	০.০২
১১২	০.২৭
১১৫	০.২৬
১১৬	০.১৯
১১৮	০.০৫
১১৯	০.০৬
১২২	০.৩৯
১২৩	০.১০
১২৪	০.৩৮
১৩৩	০.১০
১৯২	০.৮০
১৯৩	০.২০
১৯৪	০.০৭
১৯৫	০.১২
১৯৬	০.৯
১৯৭	১.২১
১৯৮	০.৭৩
১৯৯	০.৬৭
২০০	১.০০
২০১	১.০১
২০২	১.১৪
২০৩	১.৯২
২০৪	০.৫০
২৪৩	০.০৩

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৪৪	০.০৯
২৪৫	১.৬৪
২৪৬	০.০৯
২৪৭	০.২১
২৪৮	০.৩৭
২৪৯	০.৬৭
২৫০	০.৫১
২৫১	০.২৯
২৫২	০.১০
২৫৪	০.০৪
২৫৫	০.০৩
২৫৮	০.২৬
২৫৬	০.০২
২৫৯	০.২৬
২৬০	০.১৫
২৬১	০.২৮
২৬৩	০.১৪
২৮০	০.০৬
২৮৩	০.২৬
২৯২	০.২৫
২৯৩	০.০৫
২৯৭	০.১২
২৯৮	০.০৮
২৯৯	০.২০
৩০০	০.৬৮
৩০১	০.৭৬
৩০২	০.৭৬
৩০৩	০.৮৬
৩০৪	০.৬২
৩০৫	০.১৪
৩০৬	০.২৫
৩০৭	০.৫৮
৩০৮	০.৫১
৩০৯	০.৩০
৩১০	০.২১
২৬২	০.৩৪
২৬৪	০.০২
৩১১	১.৪৫
৪০৬	০.৯৭

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪০৯	০.২৫
৪১০	০.০৩
৪১৬	০.২৮
৪১৯	০.২০
৪২২	০.১৬
৪২৩	০.২০
৪২৫	০.১০
৪২৬	০.০৬
৪৩০	০.১৪
৪৩১	০.১৪
৪৩২	০.১০
৪৩৩	০.১৪
৪৩৪	০.২২
৪৩৭	০.১৫
৪৩৮	০.২১
৪৩৯	০.০১
৪৪০	০.২৭
৪৪১	০.৪৩
৫৪১	০.৩৪
৫৪২	০.১২
৫৪৩	০.২৯
৫৪৪	০.২৯
৫২৮	০.০৩
৫৪৫	০.০৮
৫৪৬	০.২০
৫৪৭	০.১০
৫৪৮	০.১৯
৫৫১	২.৮০
৫৫২	০.২২
৫৫৩	১.৫৫
৫৫৪	০.৩৫
৫৫৫	০.২৯
৫৫৬	০.১০
৫৫৭	০.০৬
৫৫৮	০.১৮
৫৫৯	০.০২
৫৭১	০.০৪

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫৭২	০.২৩
৫৭৩	০.১৬
৫৭৪	০.১৭
৫৭৫	০.১৮
৫৭৬	০.৪২
৫৮৭	০.২১
৫৮৮	০.২০
৫৮৯	০.৩২
৫৯০	০.১০
৫৯১	০.২৯
৫৯২	০.১৭
৫৯৩	০.২৭
৫৯৪	০.০৬
৫৯৫	০.০৭
৫৯৬	০.০৮
৫৯৭	০.৪২
৫৯৮	০.২৩
৫৯৯	০.২২
৬১৮	০.৬৬
৬২১	০.২৮
৬২২	০.৫৪
৬২৩	০.৩৫
৬২৪	১.৮০
৬৩০	০.১৬
৬৩১	১.১৪
৬৩২	০.২০
৬৩৩	০.৮৮
৬৩৪	০.০২
৬৩৫	০.০৫
৬৩৬	০.০৪
৬৩৮	০.০২
৮১৫	০.০৩
৮১৬	০.০৭
৮১৭	০.১২
মোট জমির পরিমাণ=	**৫৭.৬১ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৭৪ (W)/১৯৬৭-১৯৬৮

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-পঁচাকোড়ালিয়া, জে.এল নম্বর-৩৪, সিট নম্বর-৩, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২১৩৫	৫৫২	১.২৪
২১৩৬	৫৫২	০.০৬
২১৩৭	৪০৯	০.০৯
২১৩৮	৪০৯	০.০৭
২১৩৯	৪০৯	০.৫৩
২১৪০	৪০৯	০.১১
২১৪১	১৪৯	০.১৭
২১৫২	১৫৯	০.৪৪
২১৫৩	৪১১	০.১৩
২১৫৪	৪১১	০.৪২
২১৫৫	১৪৯	০.০৫
২১৫৬	৪১১	০.০৯
২১৫৭	১৪৯	০.১০
২২৭৮	২৫	০.৩১
২২৭৯	২৫	০.৩৮
২২৮০	২২১	০.৬২
২২৯৫	১৫৯	০.১৬
২২৯৬	১৫৯	০.২৩
২১০৩	৬০২	০.০৪
২১০৫	১২৪	০.০৩

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২১০৮	৩০৭	০.০৫
২১০৯	২৫১, ৪৩৮, ৪৬৬	০.১১
২১২৯	১৪৯	০.১০
২১৩০	৪১১	০.২০
২১৩১	১৪৯	০.২২
২১৩২	৪১১	০.১৮
২১৩৩	২৮৫	০.৬০
২১৩৪	১৫৯	০.৫২
২১৪২	১৬০	০.০৮
২১৪৩	১৪৯	০.০২
২১৪৯	১৪৯	০.০৯
২১৫০	৪০৯	০.১৪
২১৫১	৫৫২	০.৩০
২১৫৮	১৪৯	০.১৮
২১৫৯	১৪৯	০.০২
২২৭৬	২৫০, ৪৬৫, ৬৩২	০.১৭
২২৭৭	২৯৬	০.০৭
	মোট জমির পরিমাণ	**৮.৩২ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১১২ (W)/১৯৬২-১৯৬৩

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বাদুরতলা, জে.এল নম্বর-৩৭, সিট নম্বর-৩ উপজেলা-পাথরঘাটা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫০৪	০.৫৯
৫১০	০.৬২
৫১৩	০.৫৩
৫১৯	০.৭৪
৫৩০	০.৫৭
৫৩৩	০.৬০
৫৩৮	০.০৩
৫৩৯	০.১১
৫৪২	০.৫১
৫৪৩	০.০২
৫৪৫	০.৩৭
৫৪৯	০.৬০
৫৫৩	০.১৬
৫৫৪	০.৮৭
৫৬৩	০.১২
৫৬৫	০.০৬
৫৬৬	০.০১
৫৭৮	০.০৩
৫৭৯	০.৭৫
৫৮০	০.০৪
৫৮১	০.৫০
৫৮২	০.১৩
৬১০	০.০১
৬১১	০.০১
৬১৩	০.০৩
৬১৪	০.০২
১৬৫	০.০৪
৬১৬	০.০২
৬১৭	০.০২
৬১৮	০.১২
৬১৯	০.১২
৬২০	০.২৫
৬২১	০.০৮
৬২৪	০.২৬
৬২৫	০.৩২
৬২৬	০.০৯

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৬২৭	০.৩৫
৬২৯	০.০৬
৬৩০	০.১৮
৬৪৪	০.১৮
৬৪৫	০.১৮
৬৪৮	০.১৮
৬৪৯	০.০৪
৬৫০	০.০৩
৬৫২	০.৩৫
৬৫৩	০.০৮
৬৬৪	০.২২
৬৬৬	০.২২
৬৭১	০.২৮
৬৮৩	০.২০
৬৮৮	০.২০
৬৮৯	০.০৪
৬৯০	০.১২
৬৯২	০.৮০
৭০৪	০.০৮
মোট জমির পরিমাণ	**১৩.১৪ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৭৯ (W)/১৯৬৬-১৯৬৭

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-পূর্বচিলা, জে.এল নম্বর-৫৭, সিট নম্বর-৫, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২২৫৬	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭১, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.৪০
২২৮৭	২৩৬	১.৪৮
২২৮৮	২৩৬	০.৫৫
২২৮৯	৭২, ২৫০	০.৭০
২২৯১	৭২, ২৫০	০.৪৪
২২৯৬	১৯৪	২.৩০
২২৯৮	৭০, ২৩৫	১.২৩
২৩০০	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.০৮
২৩২৪	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.৪২
২৩৩১	২৩৬	০.৪৫
২৩৩২	২৩৬	০.৯০
২৩৩৩	১৬৮	০.১৬
২৩৩৪	১৬৮	০.৭০
২৩৩৫	১৬৮	০.৪৪
২৩৩৬	১৫৯	০.৮০
২৩৫৭	৪০	১.০৯
২৩৫৮	১৬৮, ৫৪	০.৭২
২৩৬১	৭৫	০.৬০
২৩৬২	৭৫	০.৬৬
২৩৬৩	২৯৭	০.২৪
২৩৬৪	২৯৭	০.৬৮
২৩৬৫	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.১৬
২৩৬৬	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.২০
২৩৬৭	৭৪,২০২	০.৪০
২৩৬৮	৭৪,২০২	০.৬০
২৩৬৯	৭৫	০.০৪
২৩৮৩	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.৩৫
২৩৮৪	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.০৬
২৩৮৫	১৪২	০.৩৫
২৩৮৮	১৪২	০.৩০
২৩৮৯	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.১২

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৩৯৫	৩১২	০.০৪
২৩৯৬	১৬৪	০.১৭
২৩৯৭	৭৫	০.৩৪
২৩৯৮	২৯৭	০.১৮
২৪০৩	৪৩, ৫২, ৫৪, ৭৭, ৮৮, ১৪৩, ১০১	০.৩৫
২৪০৪	১৫৯	০.০৪
২৪১১	১৪২	০.০১
	মোট জমির পরিমাণ	**১৮.৭৫ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৪৪ (W)/১৯৭৩-১৯৭৪

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-সোনাখালী, জে.এল নম্বর-২৩, সিট নম্বর-২, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১১১০	৪০৭	০.০১
১১১১	৪০৭	০.০৮
১১১২	৬৫	০.৫০
১১১৫	৬৫	০.০৫
১১১৬	৫৭১	০.২৩
১১১৭	৬৫	০.৪৫
১১১৮	৫৭১	০.৪৭
১১২০	৫৭১	০.৪৬
১১২১	৫৭১	০.১০
১১২৪	৫০৫	০.২৩
১১২৫	৫০৫	০.৪৩
১১২৬	৫৭১	০.৩৯
১১২৭	৫৭১	০.০৬
১১৭২	১৪১	০.১৫
১১৮৮	৫০৫	১.০৬
১১৮৯	৫৭৮	০.০৫
১১৯০	৫৭৮	০.৩২
১১৯১	২	০.১৯
১১৯২	৫৭৮	০.৩০
১১৯৩	৫৭৮	০.৭০
১১৯৪	৫০৫	১.২৭
১১৯৫	৫০৫	০.৩০
১১৯৬	৫০৫	০.৭৮
১১০৯	৪০৭	০.০২
১১৯৭	৫৪৯	০.২৪
১১৯৮	৫৭৯, ৫৮০	০.২২
১২০০	৫৭৯, ৫৮০	১.৬২
১২০১	৫৭৯, ৫৮০	০.৫৪
১২০২	৬২৬	১.২৮
১২১১	১০৮	০.৩২
১২১২	৪৩৮	০.৬২
১২১৩	১০৮	০.০১
১২২২	১১২	০.৭৮
১২২৩	১১২	০.৩৬
১২২৪	৪৩৯	০.৪৭
১২২৫	৫৭২, ৬০৮	০.১০
১২২৬	৪২৩	০.১২
১২২৭	৫৪৮	০.১৭
১২২৯	১৪১	১.৩৬
১২৩০	১৪১	০.৪৮
১২৩১	১৪১	০.৬৬
১২৩২	১৪১	০.৪৬
১২৩৩	১৬, ৫৭৩, ৬০৮	১.৪০
১২৩৫	১৬, ৫৭৩, ৬০৮	০.১৪
১২৩৬	১১৩	০.৩০
১২৩৭	১১৩	০.০৮
	মোট জমির পরিমাণ	**২০.৩৩ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১১১ (W)/১৯৬২-১৯৬৩

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বাদুরতলা, জে.এল নম্বর-৩৭, সিট নম্বর-৩, উপজেলা-পাথরঘাটা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৬০৮	০.৩৭
৬১২	০.১৮
৬১৩	০.১০
৬৫১	০.০২
৬৫২	০.২৮
৬৫৪	০.৫৬
৬৫৭	০.৩৪
৭১০	০.৩৬
৬০৪	০.০৬
৬০৭	০.০৬
৬০৯	০.০১
৬১০	০.৩৮
৬১১	০.৩৮
৬৫৫	০.৩৬
৬৫৬	০.৩০
৬৫৯	০.৪০
৬৬২	০.১৫
৬৬৩	০.২২
৬৬৪	০.২৩
৬৯৭	০.২০
৬৯৮	০.৫৬
৭০৪	০.৬৫
৭১১	০.৭৮
৭১৪	০.০৫
৭২৫	০.৫০
৭২৭	০.২৬
৭৩৪	০.১৫
৮১০	০.৩০
৭০১	০.৭০
৭৩০	০.২০
৬৪২	০.১২
৬৫৩	০.০৮
৭২৬	০.০৫
মোট জমির পরিমাণ	**৯.৩৬ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৬/১৯৭৫-১৯৭৬

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বেতাগী, জে.এল নম্বর-১৪, সিট নম্বর-১, উপজেলা-বেতাগী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৬৮৩	০.১১
৬৮৫	০.০৮
৬৮৬	০.১১
৬৮৭	০.০৬
৬৮৮	০.০৮
৬৯৬	০.০৬
৬৯৭	০.১৪
৬৯৮	০.০৭

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৭০১	০.১১
৭০৬	০.০৫
৭০৭	০.১৭
৭০৯	০.০৫
৭১০	০.০৩
৭১১	০.১৭
৭১২	০.০৩
৭২০	০.১০
৭৯৩	০.০৫
মোট জমির পরিমাণ	**১.৪৭ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৪৯/১৯৬৫-১৯৬৬

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বরগুনা, জে.এল নম্বর-৩০, সিট নম্বর-২, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৯৬৮	০.১৬
৯৬৯	০.১৭
মোট জমির পরিমাণ	**০.৩৩ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৭৯(W)/১৯৬২-১৯৬৩

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বরগুনা, জে.এল নম্বর-৩০, সিট নম্বর-১, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৭৭	০.৮৫
৯৪	০.৬০
৯৫	০.৫৮
৯৮	০.৬৪
৯৯	০.৬৮
১০০	০.৫৮
১০৪	০.৮০
১০৫	০.৬১
১০৯	০.৫৬
১১০	০.৬০
৭৯১	০.৬০
মোট জমির পরিমাণ=	**৭.১০ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৮২(W)/১৯৬৬-১৯৬৭

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-করৈতলামাইঠা, জে.এল নম্বর-২৭, সিট নম্বর-২, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৫০৫	০.০৪
২৫০৬	০.১৪
২৫০৭	০.১১
২৫২৩	০.৩৪
২৫২৪	০.১৯
২৫২৫	০.৩০
২৫২৯	০.০৬
২৫৩০	০.১০
২৫৩১	০.৩৭
২৫৩২	০.০৯
২৫৩৩	০.০৯
২৫৩৪	০.২৭
২৫৩৫	০.১৪
২৫৩৬	০.৫০
২৫৪২	০.১০
২৫৪৪	০.০৮
মোট জমির পরিমাণ=	**২.৯২ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৬৪(W)/১৯৬৩-১৯৬৪

ফরম নং- "ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৭.২৪-০৭—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বরগুনা, জে.এল নম্বর-৩০, সিট নম্বর-১, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৯	০.০৪
৪১	০.০১
৪২	০.০৬
৪৩	০.০৬
৪৪	০.০৩
৪৫	০.১১
৪৬	০.১০
৪৭	০.০৬
৪৮	০.১৭
৪৯	০.৪৬
৭১০	০.১৫
৭১৪	০.১১
৭১৫	০.০৯
৭১৬	০.০৮
৭২০	০.০১
৭২১	০.১৭
৭২২	০.১৪
৭২৩	০.০১
৭২৫	০.০৬
৭২৭	০.০৫
৭২৩	০.০২
৭৩৪	০.০৬
মোট জমির পরিমাণ=	**২.০৫ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৩৬(W)/১৯৭৬-১৯৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১২-০২-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ হিজলা, মৌজাঃ চর বাউসিয়ার ঘোড় দৌড়, জে.এল নং-১৩০।

দাগ নং (আংশিক): ৩১৯০, ৩২০০, ৩২০১, ৩৫৭৬, ৩৫৭৭, ৩৫৮১, ৩৫৮২, ৩৫৮৪, ৩৬৮২, ৩৬৮৫, ৩৬৮৭, ৩৬৮৮, ৩৭০২, ৩৭০৮, ৩৭০৯, ৩৭১৭, ৩৭১৮, ৩৭২২, ৩৭৩০, ৩৭৩১, ৩৯০২, ৩৯০৩, ৪০৩১, ,৪০৩৬, ৪০৩৮, ৪০৪০, ৪০৪৩, ৪০৪৪, ৪০৪৫, ৪০৪৭, ৪০৪৮, ৪০৪৯, ৪০৫০, ৪০৫২, ৪০৫৩ ও ৪০৫৬।

দাগ নং (পূর্ণ): ৩৫৭৮, ৩৫৭৯, ৩৫৮০, ৩৬৮৩, ৩৬৮৪, ৩৭০১, ৩৭০৫, ৩৭০৬, ৩৭০৭, ৩৭১০, ৩৭১১, ৩৭১২, ৩৭১৩, ৩৭১৪, ৩৭১৫, ৩৭১৬, ৩৭১৯, ৩৭২০, ৩৭২১, ৩৭২৩, ৩৯২৩, ৪০৩৭, ৪০৪১, ৪০৪২ ও ৪০৪৬।

মোট জমির পরিমাণঃ ১১.২৫ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ০৮(W)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৩-০২-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ গৌরনদী, মৌজাঃ পশ্চিম চর সরিকল, জে.এল নং-১৯৫।

দাগ নং (আংশিক): ২৭৫, ২৭৬, ২৮১, ২৮২, ২৮৬, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৮, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫ এবং ২৮৭।

মোট জমির পরিমাণঃ ১.৮০ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ২(W)/৭৭-৭৮

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৭-০৯-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ গৌরনদী, মৌজাঃ কান্ডপাশা, জে.এল নং-১৮৫।

দাগ নং (পূর্ণ): ২০২৬

দাগ নং (আংশিক): ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২৫, ২০২৭, ২০২৮, ২০৩০, ২০৩১, ২০৩২, ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৩৫, ২০৩৬, ২০৩৭, ২০৩৮, ২০৩৯, ২০৪০, ২০৪২, ২০৪৩, ২০৪৬, ২০৪৭ ও ২০৪৮।

মোট জমির পরিমাণঃ ৭.৮১ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৪৮(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১৭-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল, মৌজাঃ কুলাকানা, জে.এল নং-১৮।

দাগ নং (আংশিক): ২৮৫, ২৮৭, ২৯১, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০১ এবং ৩৯৭।

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৯৫ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৮৫(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ৩০-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ রায়পাশা, জে.এল নং-১৬।

দাগ নং (আংশিক): ৮৪৪, ৮৪৭, ৮৮৬, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯৬, ৮৯৫, ৯০১, ৯০৩, ৯১৪, ৯১৬, ৯১৮, ৯২৫, ৯৪২, ৯১৭ ও ৯১২।

দাগ নং (পূর্ণ): ৮৯৭ ও ৯০২

মোট জমির পরিমাণঃ ১.১২ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৬(বি)/৭৭-৭৮

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২২-১০-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, মৌজাঃ রাকুদিয়া, জে.এল নং-২৯।

দাগ নং (আংশিক): ৬০০৯, ৬০১০, ৬০১১, ৬০১২, ৬০১৩, ৬০৭৪, ৬০৮৩, ৬০৮৪, ৬০৮৫, ৬০৮৯, ৬০৯০, ৬১২৫, ৬১২৬, ৬১৯৯, ৬২০০, ৬২০১, ৬২২৫, ৬২২৭, ৬২২৮, ৬২৩৩, ৬২৩৫, ৬২৩৯, ৬২৪০, ৬২৪১, ৬২৪২, ৬২৮৮, ৬২৮৯, ৬২৯৫, ৬২৯৬, ৬২৯৭, ৬৩৬৪, ৬৩৬৫, ৬৩৬৬, ৬৩৬৭, ৬৪০১, ৬৪০২, ৬৪০৩, ৬৪০৪, ৬৪০৫, ৬৪০৬, ৬৪১৩, ৬৪১৪, ৬৪২০, ৬৪২২, ৬৪৩৩, ৬৪৩৪, ৬৪৩৫, ৬৪৩৭, ৬৪৪৭, ৬৪৪৮, ৬৪৪৯, ৬৪৫০, ৬৪৫৩, ৬৪৫৪, ৬৪৫৬, ৬৪৫৭, ৬৪৫৯, ৭২০৪, ৭২০৫, ৭৪২১, ৭৪২২, ৭৪২৩, ৭৪২৪, ৭৪২৫, ৭৪৪০, ৭৪৪১, ৭৪৪২, ৭৪৪৩, ৭৪৪৪, ৭৪৫০, ৭৪৫১, ৭৪৫৩, ৭৪৫৪, ৭৫৪৪ ও ৬১২২।

দাগ নং (পূর্ণ): ৬২৩৪, ৬৪২১ ও ৬৪৩৬।

মোট জমির পরিমাণঃ ৯.৩০একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৩৯(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ৩০-০১-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ ধোপাকাঠী, জে.এল নং-৭৯।

দাগ নং (আংশিক): ৫২৬

মোট জমির পরিমাণঃ ০.২৭ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৮১(বি)/৭৭-৭৮

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৬-১০-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, মৌজাঃ চর ঠাকুরমল্লিক, জে.এল নং-০৩।

দাগ নং (আংশিক): ২৯২৪, ২৯২৬, ২৯২৭, ২৯৩৪, ২৯৩৫, ৩০১৭, ৩০১৮, ৩০১৯, ৩০২১, ৩০২২, ৩০২৩, ৩০২৫, ৩০২৬, ৩০২৭, ৩০২৯, ৩০৩০, ৩০৩১, ৩০৩২, ৩০৩৩, ৩০৩৪, ৩০৩৫, ৩০৫৭, ৩০৫৮, ৩০৫৯, ৩০৬০, ৩০৬১, ৩০৬২, ৩০৬৬, ৩০৬৭, ৩০৭১, ৩০৭২, ৩০৭৩, ৩০৭৪, ৩০৭৬, ৩০৮১ ও ৩০৮৩।

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৭৫ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৪৪(বি)/৭৭-৭৮

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ০৩-১১-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ আস্তাকাঠী, জে.এল নং-২২।

দাগ নং (আংশিক): ১২৯৪ ও ১২৯৫।

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৩৬ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৮৭(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৮৯.২৪-১০—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৭-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ রূপাতলী, জে.এল নং-৫৬।

দাগ নং (আংশিক): ৪৫৯, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১ এবং ৪৭২।

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৪৭ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ২৪(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১৭-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ চন্ডীপুর, জে.এল নং-২০।

দাগ নং (পূর্ণ): ৮৮৩ ও ৮৯৪।

দাগ নং (আংশিক): ৮৮৪, ৮৯৩, ৮৯২, ৮৯১, ৯০১, ৯০৩, ৯০৪ এবং ৯১৩।

মোট জমির পরিমাণঃ ১.০৮ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৪১(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১৭-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ ডেফুলিয়া, জে.এল নং-২৯।

দাগ নং (আংশিক): ২৯৬, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৫৫২ এবং ৫৫৩।

মোট জমির পরিমাণঃ ১.০০ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৮৯(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৭-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ রূপাতলী, জে.এল নং-৫৬।

দাগ নং (আংশিক): ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৬, ১০৯৭, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০৫, ১১০৬, ১১৭০, ১১৮০, ১১৮২, ১১৮৩, ১১৮৪, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১২০৬, ১২০৭, ১২১০, ১২১১, ১২১২, ১২১৫, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯।

মোট জমির পরিমাণঃ ১.৬৭ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ৯৬(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৮-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ রুইয়া, জে.এল নং-৫২।

দাগ নং (পূর্ণ): ৮ ও ১৮

দাগ নং (আংশিক): ৩, ৫, ৭, ১৬, ১৭, ১৯, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৭।

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৬৭ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১০৭(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ৩০-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ কর্ণকাঠী, জে.এল নং-৫৭।

দাগ নং (আংশিক): ১৩২৭, ২৬৩২, ২৬৩৩, ২৬৩৪, ২৬৩৫, ২৬৩৬, ২৬৩৭, ২৬৩৮, ২৮৯২, ২৮৯৩, ২৯৪৯, ২৯৫০ এবং ২৯৫১।

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৮৮ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৪৩(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ৩০-১২-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ চর নেহালগঞ্জ, জে.এল নং-৭৭।

দাগ নং (আংশিক): ৪২৭, ৪৩৭ ও ৪৩৯

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৩৩ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ২০১(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৬-০১-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, মৌজাঃ খাপুড়া, জে.এল নং-৫৩।

দাগ নং (পূর্ণ): ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯ এবং ৯০০।

দাগ নং (আংশিক): ৮৭৩, ৮৭৬ ও ৮৮২।

মোট জমির পরিমাণঃ ৫.৪৭ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ২২০(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ০৪-০৪-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ চরআইচা, জে.এল নং-৯৫।

দাগ নং (আংশিক): ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২০০, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩১, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩৭, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৩, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৮৩ ও ৫৮৪।

মোট জমির পরিমাণঃ ১.৫৩ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ১৬৬(বি)/৭৭-৭৮

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১৬-১১-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, মৌজাঃ সাগরদী, জে.এল নং-৫১।

দাগ নং (আংশিক): ১০১৬, ১০১৭, ১০৩২, ১০৩৫, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৬, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪ ও ১০৭২।

মোট জমির পরিমাণঃ ০.৮৮ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বরঃ ২১১(বি)/৭৭-৭৮

"ঘোষণাপত্র"

(ফরম নং- "ঘ")

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.২৪-০৮—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ৩০-১২-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, মৌজাঃ দেহেরগতি, জে.এল নং-৩৫।

দাগ নং (আংশিক): ১২৯২, ১২৯৩, ১২৯৪, ১২৯৭, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩২৩, ১৩৩০, ১৩৩৩, ১৩৩৪, ১৩৪৮, ১৩৪৯, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৫, ১৩৫৬ ও ১৩৫৯।

মোট জমির পরিমাণঃ ১.৮৬একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।